কোটচাঁদপুরে নানা আয়োজনে জাতীয় শোক দিবস পালিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে যথাযোগ্য মর্যাদা এবং ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের (৪৮) তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার (১৫ই আগষ্ট) সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সকল সরকারি ও বেসরকারি ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধ নমিত রাখার মধ্য দিয়ে দিবসটির কর্মসূচি শুরু হয়।

দিবসটি উপলক্ষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে বঙ্গবন্ধুর প্রকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ করে কোটচাঁদপুর উপজেলা প্রশাসনসহ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, মডেল থানা পুলিশ, কোটচাঁদপুর রিপোর্টার্স ইউনিটি,সরকারি মডেল পাইলোট মাধ্যমিক বিদ্যালয়, পাইলোট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়,কে এম এইচ ডিগ্রি কলেজে,বলুহর মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স, রাজনৈতিক, সামাজিক, মুক্তিযোদ্ধা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

পরে একটি শোক রেলী শহরের বিভিন্ন দিক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুনেচ্ছা মিকি।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর পৌর সভার মেয়র সহিদুজ্জামান সেলিম, উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকি খাতুন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, মডেল থানার থানার অফিসার ইনচার্জ মঈন উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার আব্দুর রশিদ, বীর মুক্তি যোদ্ধা সাবেক কমান্ডার তাজুল ইসলাম, সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, কৃষি অফিসার রাজিবুল হাসান, উপজেলা প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকার, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার সামছুল আলম,মহিলা বিষয়ক

কর্মকর্তা শিলা বেগম,তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা, পল্লী সঞ্চয় কর্মকর্তা চম্পা অধিকারী প্রমুখ। আলোচনা সভার সঞ্চালনা করেন উপজেলা কৃষি সম্পসারন অফিসার হুমায়ূন কবির ।

আলোচনা সভা শেষে (আমার চোখে বঙ্গবন্ধু) এক মিনিটের ভিডিও প্রদর্শনীতে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আয়োজনে যুব ঋণের ৫৭০০০০টাকার চেক বিতরণ করা হয়।

এসময় উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, স্থানীয় প্রিন্ট পত্রিকার সাংবাদিক বৃন্দ ও নানা শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

কোটচাঁদপুর জনসচেতনতা মূলক আলোচনা সভা

নকল ভেজাল ঔষধ সংক্রান্ত জনসচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার কোটচাঁদপুর মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সে এ সভা করা হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলার কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্টস সমিতির সভাপতি সোহরাব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের ঔষধ তত্বাবধায়ক সিরাজুম মনিরা।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্টের কেন্দ্রীয় পরিচালক আক্তারুজ্জামান আক্তার,সংগঠনের ঝিনাইদহ জেলার সভাপতি রফিকুল ইসলাম সোম,ঝিনাইদহের সিনিয়র সহসভাপতি মোস্তাকিবুর রহমান ঝন্টু,সমিতির কোটচাঁদপুর শাখার সাধারণ সম্পাদক মালিক তবিবুর রহমান।

সভায় নকল ভেজাল ঔষধ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি। সভায় উপজেলার দুই শতাধিক কেমিস্ট

এন্ড ড্রাগিষ্ট সমিতির সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

সভা শেষে মহ্নাহ ভোজে যোগ দেন সবায়। সার্বিক অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন, কেমিস্ট এন্ড ড্রাগিষ্ট সমিতির সহসভাপতি হাসানুজ্জামান ডাবলু।

কোটচাঁদপুরে সনাতন ধর্মা ছেড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার এলাঙ্গী ইউনিয়নে বাগডাংগা গ্রামের শ্রীঐর্শিন দাসের ছেলে শ্রী অসিত দাস (৩২) নামে এক জন ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেছেন। তার বর্তমান নাম মোঃ ওসমান গনি।

রবিবার স্থানীয় মৌলভী সাহেবের কাছে তওবা পাঠ করে আগের হিন্দু সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ কালেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

কোটচাঁদপুর পৌর এলাকার কলেজ স্টান্ড বক চত্বরের সামনে একটি সেলুনের দোকান আছে। তার হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ইতিহাস ও মনোভাব জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমার দোকানের পাশ দিয়ে প্রতিদিন মুসল্লী,রা দল বেঁধে মসজিদে নামাজ পড়তে যেতে দেখে হঠাৎ করে একদিন আমি সিদ্ধান্ত নিলাম কত সুন্দর ধর্ম এই ইসলাম ধর্ম তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেলাম। আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে পরামর্শ নিতে থাকলাম।

পরামর্শ নিয়ে হঠাৎ আজ সিদ্ধান্ত নিয়ে মুসলমান হয়ে গেলাম আলহামদুলিল্লাহ। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আজ আমি আনন্দ উপভোগ করছি। আমার দোকানের আশপাশে যেসব দোকানদার আছেন তারা আমার মুসলমান হওয়া শুনে খুব খুশি হয়েছেন। মসজিদে জোহরের নামাজ আদায় করতে দেখে ইমাম, মোয়াজ্জিম সহ মুসল্লিরা খুব খুশি হয়েছেন। তারা আমাকে বলেছেন কোন সহযোগিতা লাগলে বলতে। সকল দোকানদাররা মিলে সাহায্য করবেন বলে আমাকে জানিয়েছেন।

এমনটাই বলেছেন আমার হিন্দু ধর্ম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার কারনে যদি সংসার চালাতে কোন সহযোগিতা লাগে সেটাও করবেন পাশের সকল দোকানের মালিকগন। বিজ্ঞ নোটারি পাবলিকের যশোর কার্যালয় থেকে এভিডেভিট করে ইসলাম ধর্মে নাম লেখান। এর ৩ মাস আগে স্ত্রী, এক ছেলে এক কন্যা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন বলে জানান মোঃওসমান গনি।

৯৯৯ এ কল, বিবাদমান জমির উপর নির্মিত ভবনের কাজ বন্ধ করলো পুলিশ

৯৯৯ এর কল পেয়ে বিবাদমান জমির উপর নির্মিত ভবনের কাজ বন্ধ করলেন মহেশপুর থানা পুলিশ। গতকাল বুধবার সকালে ওই কাজ বন্ধ করেন পুলিশ।

জানা যায়,মহেশপুরের আলমপুর বাজার সংলগ্ন প্রগতি টেডার্সের ভবনের ৮ শতক জমি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলে আসছে মাহবুবুর রহমান ও ইউনুচ আলীর সঙ্গে।

এরমধ্যে ইউনুচ আলী পৈত্রিক সুত্রে ওই জমির মালিকানা দাবী করছেন। যা নিয়ে আদালতে চলমান রয়েছে মামলা। গতকাল বুধবার সকালে ওই জমির উপর নির্মিত ভবনের কাজ করছিলেন মাহবুবুর রহমানের ছেলে আব্দুল্লা আল মামুন (মিনু)। খবর পেয়ে ইউনুচ আলী পুলিশের টোল ফ্রি নাম্বার ৯৯৯ এ কল করেন। এ খবরে পুলিশ আইন শৃংখলা রক্ষার্থে কাজ বন্ধ করে দেন।

বিষয়টি নিয়ে জমির মালিক ইউনুস আলী বলেন, জমি নিয়ে আদালতে মামলা চলমান রয়েছে। এরপরও তারা আদালত অবমাননা করে ওই জমির উপর নির্মিত ভবনে কাজ করছিল। আমি বাধ্য হয়ে ৯৯৯ এ কল করেছিলাম,পুলিশ এসে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন।
তিনি বলেন, আলামপুর মৌজার সাবেক ৪৩ দাগ,বর্তমান ৬৮ দাগের জমি এটি। মাহবুর রহমান ওই জমি ক্রয় সুত্রে মালিক। তবে তিনি জমির একপাশ কিনে, ভোগ দখল করছেন,অন্য পাশের জমি। আর এটা নিয়ে বিবাদ।

অন্যদিকে মাহবুবুর রহমানের ছেলে আব্দুল্লা আল মামুন(মিনু) বলেন,২০১৩ সালে আলমপুর মৌজার ৬৮ দাগ থেকে ৮ শতক জমি কিনেন আমার পিতা। সে থেকে ভোগ দখল করে আসছি।

ভবনও নির্মান করা হয়েছে ওই জমির উপর। এখন তারা ভবনের জায়গা,তাদের বলে দাবী করছেন। হয়রানি করছেন বিভিন্ন ভাবে। মামলা ও করেছেন বেশ কয়েকটি।

তবে আদালতে কোন প্রমান দিতে না পারায়, ইতোমধ্যে সব মামলা আদালত খারিজ করে দিয়েছেন। আর একটা মামলা আছে। ওই মামলাটিও রয়েছে শুনানি পর্যায়ে। যা শুনানি হলে, ওই মামলাও খারিজ হবে বলে আশা করছি।

বিষয়টি নিয়ে মহেশপুর থানায় সহউপপরিদর্শক (এএসআই) আজমল হোসেন বলেন,ওই জমিতে মামলা চলমান রয়েছে। এরপরও একপক্ষ কাজ করছিল। অন্যপক্ষ ৯৯৯ এ কল করেন। এরপেক্ষিতে ওসি স্যার আমাকে পাঠিয়েছিলেন। আমি এসে কাজ বন্ধ করে দিয়েছি। যাতে করে কোন প্রকার আইন শৃংখলার অবনতি না ঘটে।

কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স পরিদর্শনে ৪২ জন শিক্ষার্থী

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২ জন ছাত্র /ছাত্রী পরিদর্শন করলেন,কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স। এ সময় তারা ফিস হ্যাচারী ম্যানেজমেন্টের উপর করেন ব্যবহারিত ক্লাস,প্রশিক্ষন নেন হাতে -কলমে। হ্যাচারি কমপ্লেক্সে আসতে পেরে উচ্ছাস প্রকাশও করেছেন ওই শিক্ষার্থীরা।

জানা যায়,খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিসারিজ বিভাগের ৪২ জন ছাত্র/ছাত্রী শনিবার পরিদর্শনে আসেন,কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স।

এ সময় ওই শিক্ষার্থীরা ফিস হ্যাচারী ম্যানেজমেন্টের উপর করেন

ব্যবহারিক ক্লাস। হাতে-কলমে নেন প্রশিক্ষন। প্রশিক্ষনার্থী চৈত্রি রানী মন্ডল ও নবরিতা রায় বলেন,এটি বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় মংস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্স। ফিসারিজে ভর্তি হবার পর এ হ্যাচারীর গল্প শুনেছি। আজ স্বচক্ষে দেখলাম। সব কিছু দেখে অনেক ভাল লাগলো।

এখানে এসে কি শিখলেন,এমন প্রশ্নে শিক্ষার্থীরা বলেন, এতদিন আমরা বইয়ে পড়েছি। হাতে কলমে শেখার জন্য আসলাম। এখানে এসে জানতে পারলাম, মেল আর ফিমেল মাছ চেনার উপায়। মাছ থেকে কিভাবে ডিম সংগ্রহ করতে হয়। সেই ডিম থেকে কিভাবে রেনু হয়। আর কিভাবে রেনু গুলো বাজার জাত করা হয়।

তারা বলেন, দিনশেষে আজকের দিনটা সারা জীবনের জন্য মনে রাখারও মত একটা দিন।

এ ছাড়া হ্যাচারী ম্যানেজার আশরাফুল ইসলামের প্রশিক্ষন আমাদের মুগ্ধ করেছে। চোখ খুলে দিয়েছেন সামনে দিনে এগিয়ে যাবার।

শিক্ষার্থী আরো বলেন,আমরা আরো বেশি খুশি হয়েছি, আশরাফুল ইসলাম কে দেখে। কারন তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওনাকে এ পর্যায় দেখে ফিসারিজে পড়ার আগ্রহটা আরো বেড়ে গেছে আমাদের।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর খন্দকার আনিসুল হক,সহযোগী অধ্যাপক শাহিন পারভেজ, কোটচাঁদপুর হ্যাচারী কমপ্লেক্সের প্রশিক্ষক কর্মকর্তা রবিউল আওয়াল মন্ডল, কোটচাঁদপুর কেন্দ্রীয় মৎস্য হ্যাচারী কমপ্লেক্সের ম্যানেজার আশরাফুল ইসলাম।

কোটচাঁদপুরে অভিভাবক সমাবেশ ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বাল্যবিবাহ, যৌতুক, আত্মহত্যা, মাদক, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ,কিশোর গাং রোধে অভিভাবক সমাবেশ ও কিশোরীদের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়েছে।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও এস এম সি কুষ্টিয়ার সহযোগিতায় মঙ্গলবার বিকালে কোটচাঁদপুর পৌর এলাকার সরকারি কে এম এইচ ডিগ্রি কলেজের হলরুমে উপজেলার ১১ টা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীদের মাঝে এ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

অভিভাবক সমাবেশ ও সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে এর সভাপতিত্ব বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান শরিফুন্নেছা মিকি, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায় মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ মঈন উদ্দিন, আব্দুল্লাহ আল মামুন সেলস ম্যানেজার এস এম সি কুষ্টিয়া, মাসুদুর রহমান সিনিয়র এরিয়া এক্সিকিউটিভ এস এম সি কুষ্টিয়া, কাজিরুল ইসলাম সিনিয়র সেলস প্রোমোশন এক্সিকিউটিভ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা শিলা বেগম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ছাত্রীদেরকে বাল্যবিবাহ,যৌন হয়রানি সহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করা হয়।এ সময় অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক সহ উপজেলা প্রশাসন ও স্কুলের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন

কোটচাঁদপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরে আলম সিদ্দিকী ফুটবলে পৌর একাদশ চ্যাম্পিয়ন

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরে আলম সিদ্দিকী আন্তঃইউনিয়ন ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকেলে জেলা ক্রীড়া সংস্থা ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা

কোটচাঁদপুরের আয়োজনে পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় ৩ -০ গোলে জয়লাভ করেন কোটচাঁদপুর পৌর সভা ফুটবল একাদশ।

জানা যায়, ফাইনাল খেলায় অংশ গ্রহণ করে কোটচাঁদপুর পৌরসভা ফুটবল একাদশ ও বলুহর ইউনিয়ন ফুটবল একাদশের মধ্যে। খেলাটি শুরু হয় বিকাল ৫ টায় কোটচাঁদপুর পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে।

খেলার প্রথমঅর্ধে তুমুল লড়াই হয় দুই দলের মধ্যে। প্রথম অর্ধে গোলের দেখা পাইনি কোনো দল । বিরতির পর আবার দুই দল মাঠে নামেন আবারও মনোবল নিয়ে। লড়াইও করেন গোলের জন্য।

দ্বিতীয় অর্ধেও ৩ গোলের দেখা পায় কোটচাঁদপুর পৌরসভা ফুটবল একাদশ । আর ওই ৩ গোল দিয়েই শেষ হয় খেলা। সেই সুবাদে ৩-০ গোলে বলুহর ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ কে হারিয়ে জয়লাভ করেন কোটচাঁদপুর পৌরসভা ফুটবল একাদশ।

ফাইনাল খেলায় প্রধান অতিথি ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম বিজয়ী ও রানারআপ দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন। খেলায় সভাপতিত্ব করেন কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে।

এ সময় বিশেষ অতিথি উপস্থিত ছিলেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান রিয়াজ হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নিরুপমা রায়, পৌর সভার প্যানেল মেয়র শেখ সোহেল আরমান, মডেল থানার অফিসার ইনর্চাজ মঈন উদ্দিন, বীর মুক্তি যোদ্ধা সাবেক কমান্ডার তাজুল ইসলাম, উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা সঞ্জয় কুমার, মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার অশোক সরকার, কৃষি অফিসার রাজিবুল হাসান, প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা জিল্লুর রহমান, সাফদারপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান, বলুহর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম, কুশান ইউনিয়ন চেয়ারম্যান শাহরুজ্জামান সবুজ, দোড়া ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আব্দুল জলিল বিশ্বাস, পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান প্রমুখ।

খেলাটি পরিচালনা করেন রবিউল ইসলাম ও সাইদুল ঝিনাইদহ রবি জীবননগর । দর্শক কানায় কানায় পূর্ণ ছিলো ফুটবল খেলা মাঠ।

কোটচাঁদপুরে মাইকিং করে বিদ্যুৎ বিল আদায়

মটর সাইকেলের হাতলে ঝোলানো বিদ্যুৎ বিল আদায়ের সরঞ্জাম। পিছনে হ্যান্ড মাইক নিয়ে বসা স্থানীয় এক সহযোগী। গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিদ্যুৎ বিল আদায় লক্ষ্যে মাইকিং করে চলেছেন তারা। এ দৃশ্য দেখা যায় কোটচাঁদপুরের বিভিন্ন গ্রামে। শতভাগ আদায়ের লক্ষ্যে এ ব্যবস্থা নেয়া বললেন সাব- জোন অফিসের এজিএমকম শরিফুল ইসলাম।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর সাব- জোন অফিসের আওতায় ৩২ হাজার ৯ শ ৯৮ জন গ্রাহক রয়েছে। প্রতি মাসে অফিসটি বিক্রি করেন,১ কোটি ৫০ লাখ টাকার বিদ্যুৎ। জুন মাসে বকেয়া বিল ছিল ২ কোটি ৫০ লাখ টাকা। আর বকেয়া বিল তুলতে ও লক্ষ্য মাত্রা পূরন করতে এ পথে হাটছেন অফিসটি।

জুন মাস পড়লে লক্ষ্য মাত্রা বেধে দেয়া হয় বকেয়া বিল আদায়ের। এরপর চলে বকেয়া বিল আদায়ের পরিকল্পনা। সে অনুযায়ী এ কাজ করা।

কোটচাঁদপুর সাব জোন অফিসের লাইন টেকনিশিয়ান খাইরুল আলম বলেন,বিদ্যুৎ বিল আদায়ের জন্য মাইকিং করা হচ্ছে। এতে করে গ্রাহকরা সজাগ হয়ে যান। তারা বিল দিতে চলে আসেন। এ পথে বিল আদায়ের পরিমান ও ভাল হচ্ছে।

তিনি বলেন, সকালে এসে এ গ্রামের একজন হ্যান্ড মাইক হাতে দিয়ে সারা গ্রাম মাইকিং করা হয়েছে। বলা হয়েছে বিল নেয়ার স্থানের নাম। একটু পর থেকে বিল আদায় শুরু করা হবে। এদিকে বাড়িতে বসে বিল দিতে পারায় খুশি গ্রাহকরাও।

ইকড়া গ্রামের গ্রাহক জিয়াউল ইসলাম ও শাহিন আলম বলেন,ব্যাংকে বিল দিতে গেলে সময় অপচয়।এরপর বাড়তি খরচ হয়, লাইনে দাড়াতে হয়।

বাড়ি থেকে বিল দিতে পারায় এ ধরনের ঝামেলা নাই। আবার বাড়তি কোন খরচও হয় না। এমন ব্যবস্থা প্রতি মাসে হলে ভাল হত। তাহলে বিল বকেয়া পড়তো না। গ্রাহকরা সারা বছর ব্যবস্থা চালু করার দাবী ও

করেন সংশ্লিষ্টদের নিকট।

ঝিনাইদহ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতায় কোটচাঁদপুর সাব জোনাল অফিসের এজিএমকম শরিফুল ইসলাম বলেন,জুন মাস পড়লে একটা লক্ষ্য মাত্রা দেয়া হয়। আর সেটি পূরন করতে নেয়া হয় এ ব্যবস্থা। জুন মাস পড়ার উপজেলার সর্বত্র মাইকিং করা হয়।

এর যেদিন যে এলাকায় বিল আদায়ে যান,তারা সেদিন সেই এলাকায় হান্ড মাইকিং নিয়ে গিয়ে বলা হয় বিল দিয়ে যাওয়ার কথা।

এতে করে গ্রাহকরা সজাগ হন বিল দেয়ার ব্যাপারে। আর এভাবে বিল আদায়ে শতভাগ আদায় করাও সম্ভব হয়। অন্যদিকে গ্রাহকদের বিল দেয়ার বাড়তি চাপ থাকে না জুন মাসে। কারন অন্য সব মাসে সময় অপচয় করে ব্যাংকে যেতে হত,এ মাসে যাওয়া লাগে না।

তিনি বলেন, এ অফিসে যোগদানের পর থেকে আমি এ ব্যবস্থায় বিল আদায় করে থাকি জুন মাস পড়লে।এতে বিল শতভাগ আদায় ও হয়। বিল আদায়ে অন্য সব অফিসের তুলনায় আমি এগিয়ে রয়েছি।এ বছরও তাঁর ব্যতয় ঘটবে না বলে আশা করছি।

কোটচাঁদপুরে দরবেশ মাস্টার ফান্ডেশনের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গরীব মেধাবি শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি দিয়েছেন,দরবেশ মাস্টার স্কলারশিপ ফান্ডেশন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে এ বৃত্তি দেয়া হয় শিক্ষার্থীদের।

জানা যায়, প্রতি বছরের ন্যায় ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গরীব মেধাবি শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষাবৃত্তি দিয়েছেন,দরবেশ মাস্টার স্কলারশিপ ফান্ডেশন।

এ বছর বিদ্যালয়ের ১৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বৃত্তি প্রদান করেন ফাউন্ডেশন। বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসাহাক আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য মোমেন আল আরাফাত।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ম্যানেজিং কমিটির অভিভাবক সদস্য মঈন উদ্দিন খান, সাইফুর রহমান ও মফিজুল ইসলাম। এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক এস, এম হুমায়ুন কবির।

কোটচাঁদপুর কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগ ;এক লাখ টাকা জরিমানা

কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে তোয়াক্কেল হোসেন কে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছেন সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট নিরুপমা রায়। গতকাল মঙ্গলবার কোটচাঁদপুরের মুরুটিয়ার ঘোষের মাঠে এ জরিমানা করেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) ইউনুচ আলী বলেন, কোটচাঁদপুরের বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের মুরুটিয়া গ্রামের ঘোষের মাঠ থেকে কৃষি জমি থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছিল তোয়াক্কেল হোসেন। এমন খবর পেয়ে ওই স্থানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট নিরুপমা রায়।

এদিকে অভিযানের খবরে ভেকু ফেলে পালিয়ে যান ভেকু ড্রাইভার, হেলফার আর ট্র্যাক্টর ড্রাইভাররা। পরে তিনি ভেকুর ব্যাটারি জব্দ করেন। ভেকুটি জিম্মায় দিয়ে আসেন ওই ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য ফারুক হোসেনের।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন,বলুহর ভূমি অফিসের নায়েব হারুন অর রশিদ।